সম্প্রীতি

"শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প" এর কার্যক্রম সম্পর্কিত মাসিক বুলেটিন। প্রকল্পটি ইউএনএইচসিআর-এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মার্চ,২০২৩

সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা এবং দ্বন্দ্ব ঝুকি কমাতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের পাশে বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া জরুরী

ক্যাম্প ২৬ এর নিকটর্বতী আলিখালীতে সামাজিক সম্প্রীতি, মানবাধিকার এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিষয়ে সেশন পরিচালনা করছেন ফিল্ড কোর্ডিনেটর আহমেদ উল্লাহ।

রোহিঙ্গাদের আগমনের পর থেকে ক্যাম্পের আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক স্থানীয় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের খুব কাছাকাছি বসবাস করছে। এসব এলাকায় স্থানীয় এবং রোহিঙ্গাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা খুব জরুরী। কারন এইসব এলাকায় রোহিঙগা এবং স্থানীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই দ্বন্দ্ব ঝুকি কমানোর ক্ষেত্রে রোহঙগাদের পাশাপাশি ক্যাম্পের পাশে বসবাসরত স্থানীয়দের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন অনেকে। শান্তির্পূণ সহাবস্থান প্রকল্প রোহিঙ্গা এবং ক্যাম্পের পাশে বসবাসরত স্থানীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঝুকি কমাতে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার এবং শান্তির্পণ সহাবস্থান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পের কাজের অংশ হিসেবে র্মাচ মাসে রাজা পালং, হোয়াইক্যং, পালংখালী এবং হ্নীলা ইউয়িনের ক্যাম্প ২২, ২৫, ১ এবং ১৪ সংলগ্ন এলাকায় মোট ৮টি মানবাধিকার এবং শান্তির্পণ সহাবস্থান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক সেশন পরিচালনা করা হয়। এতে ৯৭ জন পুরুষ, ১৩৮ জন মহিলা এবং ১১ জন প্রতিবন্ধী মানুষ সহ মোট ২৪৬ জন এইসব সেশনে অংশগ্রহণ করেন।

সেশনে ক্যাম্প ২২-এর এলাকায় বসবাসকারী শেখ রাসেল বলেন "রোহিঙ্গাদের এদেশে আগমনের শুরুতে আমরা রোহিঙ্গাদের মানবিকদিক বিবেচনায় আশ্রয় দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু কিছু রোহিঙ্গাদের অপরাধমুলক র্কমকান্ডে জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা স্থানীয়দের মধ্যে মধ্যে ভীতি এবং নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করছে। এটি রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়দের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবনতির একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি।"

দমদমিয়া যুব কল্যাণ পরিষদের ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা সভা। ছবি-আহমেদ উল্লাহ।

সামাজিক র্কমকান্ড এগিয়ে নিয়ে যেতে স্থানীয় ক্লাবের যুবকরা এখন আরো শক্তিশালী এবং একতাবদ্ধ

তারুণ্যই শক্তি। আমরা যদি তাদের একটি ভাল পথ দেখাতে দিতে পারি তবে তাদের দিয়ে একটি উন্নত এবং প্রগতিশীল সমাজ গঠন করতে পারি।

সেই উদ্দেশ্যে, শান্তির্পণ সহাবস্থান প্রকল্প স্থানীয় যুবকদের জন্য কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যাতে করে তারা অবৈধ বা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে না পারে। গৃহীত সেসব কাজের মধ্যে রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণা, সেশন, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ফুটবল কোচিং এর মতো বিভিন্ন র্কাযক্রম। র্কাযক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহন করতে মার্চ মাসে ৪টি ক্লাবের সাথে ৪টি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে ক্লাবের র্নিবাহী সদস্যরা উপস্থিত থেকে ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী র্কমকান্ড বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

উখিয়ায় রোড ডিভাইডার স্থাপনে সংশ্লিষ্টদের দাবী

উখিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে রোড ডিভাইডার স্থাপনের দাবী জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানেরপিসি কমিটির সদস্য ও সুশীল সমাজের সদস্যরা।

প্রকল্পের নিয়মিত সভায় এই দাবী জানায়। তারা সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া র্দূঘটনাকে উদাহরন দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদে রাস্তা পারাপারে রোড ডিভাইডার স্থাপনের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের কাছে দাবী জানান।

উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্পের আওতায় ২০২২ সালে কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয এবং কুতুপালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ও রোড ডিভাইডার স্থাপন করা হয়। এতে করে ঐ স্থানে র্দূঘটনার ঝুকি কমেছে।

For more details about the publication, please contact: Mobile: 01713-328827, Email: Jahangir.coast@gmail.com Website: www.coastbd.net